সংবাদ

তারিখ ... ২৭.১.৪৮ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

080

ইতিহাস নিয়ে গবেষণা

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও সাধারণ ইতিহাস বিষয়ে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ কেন্দ্রের কাজ হবে বাংলাদেশের জাতীয় জাগরণ ও মুক্তিযুদ্ধের দলিলাদি সংকলন করা, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বিষয়ে নিজস্ব উদ্যোগে গবেষণা করা ও অন্যদের গবেষণায় সহায়তা দেয়া। ইতিহাস বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা নতুন করে ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। গবেষণার মধ্যদিয়ে প্রাচীন ইতিহাস সঠিকভাবে উদ্ঘাটিত হয়। আর সমসাময়িক ইতিহাস সময়ের ব্যবধানে গবেষণার মধ্য দিয়ে সংশয়মুক্ত তথ্যতে হতে পারে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের মত একটি দেশের জন্যে এর প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্য জাতির যেমন সঠিকভাবে জানা দরকার, তেমনি যে পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে সে স্বাধীনসত্তাকে ফিরে পেয়েছে তারও হওয়া চাই সঠিক মূল্যায়ন। বাঙালী জাতিসত্তার বিকাশ যে ধারায় হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে জানতে হলে অতীতের ভেতর থেকেই তা খুঁজে পেতে হবে। সেদিক থেকে আমাদের যে গৌরবমণ্ডিত অতীত রয়েছে এখনো আমরা তার কতটুকুর সন্ধান পেয়েছি?

ব্যাপক গবেষণা হলে এ ক্ষেত্রে আরো অনেক মূল্যবান তথ্য মিলতে পারে। একটি স্বাধীন দেশের জন্যে তা এক বিশেষ দায়িত্ব হিসেবেই বর্তায়। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের গুরুত্ব একটি স্বাধীন দেশের জন্যে অপরিসীম। ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশের ক্ষেত্রে এ ইতিহাস ধ্রুবতারা হিসেবে কাজ দেয়। এ জন্যে সে ইতিহাস হওয়া চাই নির্ভুল। এক্ষেত্রে কোন রকম বিভ্রান্তির পরিণাম গোটা জাতিকেই ভোগ করতে হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমসাময়িক ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ ঘটনা। '৭৮ সাল থেকে এ যুদ্ধের ইতিহাস রচনার কাজ শুরু হয়। এ সম্পর্কে সংগৃহীত ১৫ লাখ পৃষ্ঠার দলিলের মধ্যে মাত্র ১৫ হাজার প্রকাশিতব্য ইতিহাসের ১৬টি খণ্ডে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। এখানেই এ বিরাট অধ্যায়ের শেষ হতে পারে না। সংগৃহীত তথ্যাদি নিয়ে যেমন আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে তেমনি এ সম্পর্কিত আরো তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া দরকার।

ইতিহাস অণ্বেষণে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন নিষ্ঠার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর। এ দিকটায় তাই বিশেষ খেয়াল দেয়া প্রয়োজন। এজন্যে কেন্দ্র যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিতভাবে হতে হবে। ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে একটি জাতির আত্মপরিচয়। আমাদের ছাত্রদের দেখা যায় ইউরোপের খুঁটিনাটি ইতিহাসও কণ্ঠস্থ, কিন্তু নিজেদের ইতিহাস তাদের কমই জানা। তথ্যের অভাবটা এজন্যে বড় দায়ী। কেন্দ্রের কার্যক্রম তাই ব্যাপকভিত্তিক করার প্রয়োজন রয়েছে। ইতিহাস অণ্বেষণে নিজস্ব উদ্যোগই এজন্যে যথেষ্ট হতে পারে না, এব্যাপারে অন্যকে উৎসাহ দেয়াও হতে হবে তার কাজ। আর নিরবচ্ছিন্ন সে কাজের ধারার মধ্য দিয়ে পরবর্তী বংশধরদের জন্যে রেখে যেতে হবে জ্ঞানের নির্ভুল সূত্র।